ক্রিয়াটিকে কোথা হইতে ...
উৎস পাইব তাহাই অপাদানকারক।

অধিকরণকারক

"লক্ষিতে হবে রাত্রি-নিশীথে।" "সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ।" "ফেনাইয়া উঠে দীপ্ত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।" "ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।" "সকলের এতে সম অধিকার।" "আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র?" "তোমার বকুলফুলে, তোমার ও রজনীগন্ধায় কী জাদু লুকানো আছে!" এই বাক্যগুলির সমাপিকা ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর—কখন লক্ষিতে হইবে?—রাত্রি-নিশীথে। কোথায় জয়শঙ্খ বাজে?—সুরলোকে। কোথায় পুঞ্জিত অভিমান ফেনাইয়া উঠে?—বুকে। কোথায় ডুবিয়াছে?—গঙ্গায়। কিসে সমান অধিকার?—এতে। কোথায় আছে?—ভারতে। কোথায় লুকানো রহিয়াছে?—বকুলফুলে ও রজনীগন্ধায়। ক্রিয়াটি কখন বা কোথায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, উল্লিখিত আয়তাক্ষর পদগুলি হইতে জানা যাইতেছে। সেইজন্য রাত্রি-নিশীথে, সুরলোকে, বুকে, গঙ্গায়, এতে, ভারতে, বকুলফুলে, রজনীগন্ধায়—অধিকরণকারক।

৮৬। **অধিকরণকারক :** যে স্থানে বা যে সময়ে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, ক্রিয়ার সেই আধারকে অধিকরণকারক বলে।

॥ অধিকরণের প্রকারভেদ ॥

অধিকরণকারক তিন প্রকারের—(১) স্থানাধিকরণ, (২) কালাধিকরণ এবং (৩) বিষয়াধিকরণ।

(১) **স্থানাধিকরণ :** যে স্থানে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানকে স্থানাধিকরণ বলে। স্থানাধিকরণ আবার ত্রিবিধ—(ক) একদেশসূচক, (খ) ব্যাপ্তিসূচক ও (গ) সামীপ্যসূচক।

(ক) **একদেশসূচক :** সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া নয়, মাত্র কোনো বিশেষ অংশে কোনোকিছুর অবস্থান বুঝাইলে একদেশসূচক স্থানাধিকরণ হয়। "আকাশেতে (সর্বত্র নয়, কোথাও কোথাও) মেঘের মাঝারে শরতের কনক তপন।" "আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।" "রাজার পূজা আপনদেশে, কবির পূজা বিশ্বময়।" "শতমুখোধিক আয়ু কালসিন্ধুজলতলে ফেলিস পামর।" "জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে।" "স্বপ্নালার দেশে তারা পাইবলদে চষে।" টাকাটা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছি। চেকটা ব্যাগে রাখ। "নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।" "স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটিমায়ের কোলে।" "ছাতুর গুঁড়া কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল।" বুকভরানো ছবিটাকে সেলুলয়েডের ফিতেয় ধরে রাখ না কেন? "চোখের কোণে একটু হাসল দীপদীপা।" "আলয়ে কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে!"

(খ) **ব্যাপ্তিসূচক :** কোনো বিশেষ অংশে নয়, সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকা বুঝাইলে ব্যাপ্তিসূচক স্থানাধিকরণ হয়। দুগ্ধে (দুগ্ধের সর্বত্রই) মাধুর্য আছে। "অগ্নি

দাহিকাশক্তি, বরফে শীতলতা, নিম্বে তিক্ততা, লোহে কাঠিন্য ও তিলে তৈল আছে।" "বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে।" "আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।" (রসের খেলায় হৃদয় পূর্ব অর্থে ব্যাপ্তিসূচক স্থানাধিকরণ)। "আমার মনে নাইক কোনো দ্বন্দ্ব।"

(গ) সামীপ্যসূচক : নৈকট্য বুঝাইলে সামীপ্যসূচক স্থানাধিকরণ হয়। "আজকে মাসের পয়লা, দুয়ারে (ঠিক দ্বারে নয়, দ্বারের নিকটে) দাঁড়ায়ে গয়লা।" পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে (সাগরের জলে নয়, নিকটস্থ তীরে) মেলা হয়। দরজায় পর্দা নেই কেন? জানালায় এত ভিড় কিসের। মেটে দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষা করছেন? "সে যে কাছে এসে বসেছিল।"

(২) কালাধিকরণ : যে সময়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়কে কালাধিকরণ বলে।

কালাধিকরণ দ্বিবিধ—(ক) ক্ষণমূলক ও (খ) ব্যাপ্তিমূলক।

(ক) ক্ষণমূলক : অতি অল্পসময়ের মধ্যে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হইলে ক্ষণমূলক কালাধিকরণ হয়। বিকাল পাঁচটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। রবিবার সকালে আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। "বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।" রাত্রি বারোটা পলাশে মহাষ্টমী পড়েছে। "চাঁদমুখের মধুহাসে তিলেকে জুড়াই।"

(খ) ব্যাপ্তিমূলক : দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হইলে ব্যাপ্তিমূলক কালাধিকরণ হয়। "পৌষে প্রবল শীত।" শীতকালে দিন ছোটো। "পথে অবিরল ছিটাইয়া জল বর্ষায় গাঁথ মালিকা।" "দিবসে সে ধন হারায়েছি, পেয়েছি আঁধার রাতে।"

(৩) বিষয়াধিকরণ : কোনো বিষয়ে বা ব্যাপারে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে বিষয়াধিকরণ হয়। ন্যায়শাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বরুণ লেখাপড়ায় যেমন, গানবাজনায় আর খেলাধুলাতেও তেমনি। "তেজে বহ্নি তুমি রাজা, স্নেহে তুমি জলদ সজল।" "ক্ষমায় সুন্দর, ঔদার্যে বিশাল, স্নেহে বিপুল দক্ষিণ।" সে পাশায় পোক্ত ও লাঠিতে ওস্তাদ। "ধনপতির স্বজাতীয়েরা কুবলায় মুখর, দম্ভে নির্মম, সন্দেহে তীক্ষ্ণ।"

অধিকরণে বীপ্সা : "মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা।" (এখানে মেঘে মেঘে = প্রতি মেঘে)। "ফুলে ফুলে গাহে পাখি।" "জাগায়েছ অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপূর্ব পুলক।" "চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর।" "মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ মা বলিয়া দেয় ডাক।" "এই বাংলার তৃণে তৃণে ফুল, ফুলে ফুলে মধুমতী।"

অধিকরণে এ (য়), কে, তে (এতে) প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন ও দিয়ে, করে ইত্যাদি অনুসর্গ যুক্ত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেখ : "কুসুমেতে গন্ধ তুমি, আঁধারেতে আলো।" "হাম কুলবালা, বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা।" "চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।" "নীরবিন্দু দুর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে?" ঠাকুরের পায়ের ধুলো মাথায় করে নে, বাবা। ময়দা ঠোঙায় নিয়ো না, ব্যাগে করে নিয়ো। রাস্তা দিয়ে (রাস্তায়) যখন যাবে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে।" "এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।" "অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি।" "বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না।" "বুদ্ধির ভুলে এই অপরাধ আজিকে জননী ক্ষমিতে হবে।" "আজিকে মতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ।" "ভারতেরে সেই স্বর্গে করো

“রৌদ্রে জলে আছেন
জাগরিত।” “মৃন্ময়ের দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?” “প্রাণ-প্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।”
সবার সাথে, ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে।” “নীল আকাশের অসীম ছায়ে ছড়িয়ে
“শেষ জোয়েতে রুইব বলে বেরিয়েছিলাম আজ।” “তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা।” “ওই
গেল চাঁদের আলো।” “তোমার কাছে থেকে
আকাশে বাতাসে দোলা লাগল, জীবনে জোয়ার বুঝি জাগল!” “স্তূপপদমূলে নিবিল
(‘থেকে’ চলিত অসমাপিকা ক্রিয়া) তোমার সেবা করব।” “আমি ধন্য,
চকিতে শেষ আরতির শিখা।” “বৃন্দাবনে রসিক ময়রা দোকান পেতেছে।” বৃষ্টিধারায় আগুন থাকে, জানতে কি?
সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।”

একসঙ্গে একই জাতীয় একাধিক অধিকরণের উল্লেখ থাকিলে শেষেরটিতেই বিভক্তি যুক্ত হয়। “রাধার নাম মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে নেই।” —হীরেন্দ্র দত্ত।

অধিকরণে শূন্যবিভক্তি: অনেকেই তখন রোজ আমাদের বাড়ি আসতেন। এ শনিবার দেশে যাচ্ছ নাকি? মহাশয়ের নিবাস কি বালিচক? এ বছর ফসল কেমন ফলল? “রেড-সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছিল।” “কেহ-বা সারারাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।” “বাটী (বাটীতে অর্থে) বসিয়াও সেইরূপ হইতে পারে।”

অধিকরণকারক চিনিবার উপায়টি হইল—ক্রিয়াটিকে কোথায়, কখন, কোন্ বিষয়ে, কিসে প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইবে, তাহাই অধিকরণকারক।

একাধিক কারকে একই বিভক্তিচিহ্ন